(প্রথম পাতার পর)

পারিবারিক নির্যাতন সুরক্ষা বিধেয়ক ২০০২ —একটি পর্যালোচনা

সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে— "নির্যাতিতা মহিলা" বলিতে বোঝায় সেই মহিলা যিনি প্রতিবাদী/নির্যাতনকারীর সহিত আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ আছেন/ছিলেন এবং তৎদ্বারা যিনি পারিবারিক নির্যাতনের শিকার।

"আত্মীয়" সম্পর্কে যা বোঝায় সেটাও এই বিধেয়কে বলে দেওয়া হয়েছে। "আত্মীয়" শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করে যে কোনো ব্যক্তিকে যিনি রক্ত, বিবাহ ও দত্তক দ্বারা সম্পর্কিত। ইহা ব্যতীত যে মহিলা নির্যাতনকারীর পরিবারের সহিত বসবাস করেন তিনিও এই সংজ্ঞার আওতায় পরবেন।

বিলম্বিত ন্যায় বিচার ন্যায় বিচার হইতে বঞ্চিত হওয়ার সামিল এই উক্তিটি আমরা মনেপ্রাণে স্বীকার করি। সেই কারণে এই বিধেয়কে দ্রুত নিষ্পত্তির কথা চিন্তা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে সুরক্ষা, আধিকারিকের (Protection Officer) কর্তব্য হবে যে যখন কোন ক্ষুব্ধ বা নির্যাতিতা মহিলা বা তাঁর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কোন অভিযোগ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন বা পেশ করেন তখন তিনি ঐ আবেদন পত্র গ্রহণ করবেন। আদালতে যাওয়ার পূর্বে ঐ আধিকারিক নিজে ঐ অভিযোগটির আপোশ মীমাংসার চেষ্টা করবেন—সফল না হলে তিনি স্বয়ং বিষয়টি নিয়ে আদালতে যাবেন। ম্যাজিস্ট্রেটের "আদেশ সুরক্ষা" (Ptorection Order) ঐ আধিকারিক বাস্তবায়িত করবেন। অভিযোগ পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যেই ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রথম শুনানি করতে হবে। শুনানির পূর্বে ম্যাজিস্ট্রেট পরিবার কল্যাণের কাজে যাঁহারা যুক্ত আছেন বিশেষ করে মহিলা বিশেষজ্ঞ, তাঁহারা পক্ষগণের সহিত আত্মীয়তার বন্ধনে বদ্ধ থাকতেও পারেন বা না থাকতেও পারেন অথবা যাঁহারা পরিবার কল্যাণমুলক কাজে নিয়োজিত তাহাদের দ্বারা দুপক্ষকে বুঝিয়ে আপোস মীমাংসার চেষ্টা করাইবেন। পরবর্তী শুনানি দু-মাসের মধ্যেই করিতে হবে।

ম্যাজিস্ট্রেট কী প্রকারের "সুরক্ষা আদেশ" (Ptorection Order) দিতে পারবেন সে কথাও বিধেয়কে বলা হয়েছে—যথা

(১) নির্যাতনকারীকে পারিবারিক নির্যাতন থেকে বিরত থাকার আদেশ দিতে পারবেন।

(২) আর্থিক সাহায্যের অর্থ পরিমাণ নির্দিষ্ট করে উহা নির্যাতিতা ব্যক্তির হাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তুলে দেওয়ার আদেশ দিতে পারবেন। (৩) ইহা ব্যাতীত অন্য কোনও প্রয়োজনীয় আদেশ দিতে পারেন যাহা তিনি উপযুক্ত মনে করবেন। একথাও বলা রয়েছে যে রাজ্য সরকার প্রতি জেলায় যত সংখ্যক প্রয়োজন মনে করবেন তত সংখ্যক সুরক্ষা আধিকারিক(Protection Officer) নিযুক্ত করবেন এবং তাঁদের ক্ষমতা, কার্য্যকারিতা ও ক্ষেত্রাধিকার সম্পর্কেও অবহিত করবেন। কোন সুরক্ষা আধিকারিক কোন তদন্তের পর স্বপ্রনোদনায় বা কোন খবরের ভিত্তিতে তিনি যদি বিশ্বাস করেন, যে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত তিনি সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন এবং তিনি ক্ষুব্ধ বা নির্যাতিতা (Aggrived) ব্যক্তিকে জানাবেন যে (১) তাঁর সুরক্ষার জন্য আবেদন করতে পারেন, (২) ক্ষুব্ধ বা নির্যাতিতা ব্যক্তি (Aggrived) যে অঞ্চলে বসবাস করেন সেখানে যাঁরা ঐরূপ পরিষেবা দেবেন তাঁদের নিকট সাহায্যের জন্য তিনি যেতে পারেন। (৩) ক্ষুব্ধ বা নির্যাতিতা (Aggrived) ব্যক্তি পঃ বঃ আইনি পরিষেবা প্রাধিকারের নিকট হতে আইনি পরিষেবা বা পরামর্শ পেতে পারেন।

বিধয়কে কে বা কাহারা অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন তাও বলে দেওয়া হয়েছে।

যদি কোন ক্ষুব্ধ বা নির্যাতিতা ব্যক্তি বা তাঁরপক্ষে অন্য কেহ সুরক্ষা আধিকারিকের নিকট আবেদন করেন, তাহলে তিনি সেটি গ্রহণ করবেন। অভিযোগপত্রটি পাওয়ার পর সুরক্ষা আধিকারিক পক্ষগণকে একটি আপোষ মীমাংসায় আসার জন্য, স্বতন্ত্র ও পক্ষপাতহীনভাবে প্রচেষ্টা করবেন। যদি কোন মীমাংসা না হয়, তাহলে তিনি নিজে বিষয়টি নিয়ে আদালতে যাবেন।

সংক্ষিপ্তভাবে উপরোক্ত বিষয়গুলো নিয়েই এই বিধেয়কটি রচিত হয়েছে। উহা সংসদের অনুমোদনের জন্য পেশও করা হয়েছিল কিন্তু বিধেয়কটির বিষয়গুলো নিয়ে নানা মহলে বিশেষ করে মহিলা সংগঠনগুলি কিছু কিছু বিষয় সম্পর্কে তাঁদের তীব্র সমালোচনা করার দরুণ বিধেয়কটি প্রবর সমিতিতে (Select Committee) পাঠানো হয়েছে। মহিলা সংগঠনগুলির মতে এই বিধেয়কটি একটি পশ্চাদপদ পদক্ষেপ। তাই সংশোধন প্রয়োজন—উহা ব্যতিত বিধেয়কটি অনুমোদনের জন্য সংসদে পেশ করা যাবে না। সংগঠনগুলির বক্তব্য হচ্ছে যে (১) সুরক্ষা আধিকারিক পদটি মহিলাদের অধিকার রক্ষায় সমস্যা সৃষ্টি করবে—সে কারণে সমস্যার বিচার, বিচার বিভাগ দ্বারা সমাধান করা উচিত হবে। (২) আর্থিক পরিমানের সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন অর্থাংক বলা নেই. ৩) সালিশি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। (৪) শুনানি রুদ্ধ কক্ষে (in camera) হবে। (৫) প্রতিবাদী / নির্যাতনকারী যদি তাঁর সম্পত্তি রক্ষার জন্য নির্যাতন করেন তাহলে তিনি পারিবারিক নির্যাতন আইনের আওতায় পরবেন না, ইত্যাদি।

বিধেয়কটির বিষয়গুলো মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করলে একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে যে কিছু কিছু সংশোধন ব্যতিরেকে বিধেয়টি অনুমোদনের জন্য সংসদে পেশ করা হলে মহিলাদের প্রতি অন্যায় ও অবিচার করা হবে। বিশেষ করে উল্লেখ্য যে সম্পত্তি রক্ষার্থে নির্যাতন, নির্যাতন বলে গণ্য হবে না। নির্যাতন নির্যাতনই। এর অন্য কোন ব্যাখ্যা চলে না। তাই পরিবারে বসবাসকারীনীকে যদি ঐকারণে নির্যাতনের স্বীকার হতে হয় তা হলে ঐরূপ নির্যাতনকে বিধেয়কের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

রুদ্ধকক্ষে শুনানি করা হলে আমার যদিও ব্যক্তিগত মত, মনে হয় নির্যাতিতা মহিলা তাঁর কথা সুস্পষ্টভাবে বিচারকের নিকট বলবার সুযোগ পাবেন। আদালতকক্ষে বহুলোকের উপস্থিতিতে যা বলা সম্ভব নয়, অন্ততঃ সেকথাগুলি শুনানি রুদ্ধকক্ষে হলে বলা সম্ভব হবে।

সুরক্ষা আধিকারিক প্রসঙ্গে যে সমস্যার কথা বলা হয়েছে সেটা কিছু সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে যথা সমস্যা সমাধানে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে তবে একথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে বিধেয়কটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবারকে সংঘবদ্ধ বা একত্রিত রাখা। আজ আমরা সমাজের যে চালচিত্র দেখতে পাই সে চালচিত্রের আমূল পরিবর্তন ব্যতীত সমাজের উন্নতি সাধন অসম্ভব বলা যেতে পারে। পরিবার টুকরো টুকরো হয়েগেলে—সমাজ থাকবে না—সমাজ না থাকলে—দেশে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতা দেখা দেবে। তবে মহিলাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নয়।

সালিশি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর অর্থ নিশ্চয়ই নয় যে সালিশীকারীদের সুপারিশ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। কোন সমস্যা উদ্ভুত হলে কারও পরামর্শ গ্রহণ করার মধ্যে কোন দোষ থাকতেপারে এটা মনে করা ভিত্তিহীন। কারণ সালিশির দ্বারা কোন সাধারণ ভুলের সংশোধন হতেও পারে।

নির্দিষ্ট অর্থ পরিমান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। যদিও অনেক ক্ষেত্রেই অর্থ পরিমাণ বিচারকের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়ে থাকে, তিনি মামলার গুরুত্ব বুঝে অর্থের পরিমান ধার্য্য করেন। এক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে অভিযোগ সত্য প্রমানিত হলে "দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি" হিসেবে মোটা অংকের অর্থ পরিমান ধার্য্য করা উচিত। আর একটি বিষয়ে অবশ্যই আইন প্রনেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত হবে যে নির্যাতন সংক্রান্ত অভিযোগটির গ্রহণযোগ্য সমাধান না হওয়া পর্যন্ত নির্যাতীতা মহিলাকে সেই পরিবারের বসবাসের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। আরও একটি বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন মনে হচ্ছে যে একই ব্যক্তি দ্বিতীয়বার ঐ একই অপরাধ সংঘটিত করলে, তার জন্য অধিক শাস্তির কোনো বন্দোবস্ত নেই। এটাও লক্ষ্যনীয় যে এই বিধেয়কে আপোস মীমাংসার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে এবং যদি কেহ এই অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হল, তাহলে তিনি অর্থ প্রদান করে মুক্তি পেতে পারেন। অতএব অর্থবান অপরাধী অর্থপ্রদান দ্বারা নিস্কৃতি পেলে—মহিলারা যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই থাকবেন এবং যে উদ্দেশ্যে বিধেয়কটি রচিত হয়েছে সেই উদ্দেশ্যটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মহিলারা অবহেলিতা, নির্যাতিতা, অত্যাচারিতা ও শোষিতা এ কথা অকপটে স্বীকার করতে হবে। নতুন নতুন আইনের দ্বারা তাঁদের ক্ষমতা প্রদান এবং তাঁদের জীবন সুরক্ষিত করা হউক—এটা আমাদের সকলের কাম্য। কিন্তু ওই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে না, যতদিন পর্য্যন্ত না সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ঘটানো যায় বা পুরুষজাতির চারিত্রিক পরিবর্তন বা মানসিকতার পরিবর্তন না ঘটে ততদিন শুধু আইনের সাহায্যে "সমান অধিকারের" দাবী বা নির্যাতন হইতে মুক্তি পাওয়া কতটা সফল হবে বলা কঠিন। এই স্বল্প পরিসরে এর অধিক পর্যালোচনা করা সম্ভব হল না—অনেক কথা না বলা রয়ে গেল।